সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শ্রীশ্রীমা

হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

জীব উদ্ধারের জন্য ভগবান যখন অবনীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর একক আবির্ভাব হয় না। তাঁর সাথে আগমন ঘটে শক্তিরও। শক্তি ভিন্ন শিবের জীব উদ্ধার অসম্ভব। তাই তো ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গিনীরূপে শ্রীসীতা, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা, অমিতাভ বুদ্ধের শ্রীযশোধরা, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শক্তিরূপে আবির্ভূতা। কবিকুলোত্তম কালিদাস তাঁর ‘রঘুবংশম্’-এ অনুপম উপমায় তা প্রকাশ করেছেন—

> “বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
> জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।” (১।১)

—বাক্ এবং অর্থ যেমন পরস্পর যুক্ত, একটিকে ছেড়ে আরেকটি থাকতে পারে না, তেমনি শক্তিরূপিণী পার্বতী শক্তিমান পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য নিবিড় সম্পর্ক।

সেই শক্তি ও শক্তিমানের একত্ব হেতু এযুগেও অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মা সারদামণি অবতীর্ণা। তাই পরমপুরুষ পরমহংসদেবের জীবনে যেমন অলৌকিকের অজস্রতা, তেমনি শ্রীশ্রীমাও দৈবী মহিমায় সমন্বিতা। আমরা আজ শুভঙ্করী শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলময়ী রূপটি দেখতে অভিলাষী।

* * * * *

১৩১২ সালের বৈশাখ মাস। বেকারত্বের জন্য বকুনি খান বেকার যুবক গুরুনাথ। বিক্রমপুরের কাঁঠালতলীতে বনদুর্গার ভগ্ন দেউল। চারিদিকে জঙ্গল। চাকরির জন্য গুরুনাথ মায়ের কাছে অরুন্তুদ আর্তি নিবেদন করেন। নিদাঘ-তাপে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত, তাই কিঞ্চিৎ তন্দ্রামগ্ন। ভক্তের কাতর কান্নায় সাড়া দেন কাত্যায়নী। গেরুয়াবসনা, ত্রিশূলহস্তা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে তিনি ভক্তের গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ “তোকে আর কাঁদতে হবে না, তোর চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে।”

গুরুনাথ বিস্ময়ে হন তন্ময়। অন্তরে জাগে অনির্বচনীয় আনন্দ, অবাচ্য অনুভূতি। সেবছরই আশ্বিন মাসে গুরুনাথ চাকরি পান ঢাকায়। সেখান থেকে বদলি হন রাঁচিতে। ১৩২৩ সালে বেলুড় মঠের পূজা দর্শনে যান। গুরুনাথ বিস্ময়ে হতবাক, সেই ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী যে শ্রীমা! অনুভূতির এক অমৃত প্রস্রবণে অবগাহন করেন গুরুনাথ। ভগবতী-জ্ঞানে ভক্তিভাবে প্রণত হন তিনি। কণ্ঠে তাঁর উদ্গীত হয় চণ্ডীর স্তোত্র—

> “যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।” (৫।৬৭)

উদ্বোধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সারদা। উদ্বোধনে বসে লীলাময়ী কত লীলা করেছেন! যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করে বরিশালের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র নিজেই ঐ কালব্যাধিতে আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথযাত্রী ভক্ত ইষ্টদেবী মা সারদাকে পত্র লেখেন ঃ “মা আমার মরণ ব্যাধি, বাঁচা দায়। চরণদর্শনে গমন আমার সাধ্যাতীত। তুমি এসে হতভাগ্যকে দেখে যাও।”

ভক্তের বিপদে বিপত্তারিণী শ্রীমা বিগলিতা হন। তিনি নিজের একখানি ফটো ও একবছরের বাঁধানো ‘উদ্বোধন’ পাঠান। সঙ্গে পত্র দেন ঃ “বাবাজীবন, ভয় নাই। অসুখ তোমার সেরে যাবে। যে-ফটো পাঠালাম তা দেখে আমাকে স্মরণ করো আর ‘উদ্বোধন’ পড়ো।” সুরেশচন্দ্র নিত্য ‘উদ্বোধন’ পঠন ও ফটো দেখে মাকে স্মরণে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। তাই তো ভাগবতের কথায় বলা যায়—

> “ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
> তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ।।”
> (১০।৫৮।১০)

* * * * *

নিখিলমাতৃহৃদয়সাগরমন্থন সুধামুরতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে তাঁর পদার্পণ। একবার জয়রামবাটীতে দারুণ খরা। ধান লাগিয়ে চাষীরা প্রমাদ গনে। তারা গিয়ে ওঠে শ্রীশ্রীমার কাছে। অন্তরের বেদনা নিবেদন করে হৃদয়রাজ্ঞীর চরণতীর্থে অশ্রুনির্যাসে—“মা আকাশে মেঘ নাই, বিন্দু বিসর্গ বৃষ্টি পড়ে না। বাল বাচ্চা নিয়ে কি খেয়ে বাঁচব! একটা কিছু কর জগজ্জননি!”

মা তাদের খেতের দিকে নিয়ে যান। তারপর আকাশ পানে চেয়ে বলেন ঃ “হায় ঠাকুর কি করলে! শেষে এবার কি না খেয়ে সব মরবে!” পরমাপ্রকৃতির কথা কি প্রকৃতি অন্যথা করতে পারে? রাত্রেই গোবি সাহারার বুকে অঝোরে

ঝরে চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টি। মায়ের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দেয় গ্রামবাসী। জয়রামবাটীতে সেবার প্রচুর ফসল ফলে। পুঁথিকারের কথায় তাই বলতে বাসনা জাগে—

“খেলার ডালি মা তোমার গোটা সৃষ্টিখানি।
লীলাময়ী লীলাপরা লীলাস্বরূপিণী।।”

* * * * *

পূর্ববঙ্গের চন্দ্রমোহন দত্ত আসেন কলকাতায় চাকরির আশায়। কদিন অনশনে অর্ধাশনে তাঁর দিন কাটে। মমতাময়ী শ্রীমা তাঁকে ডেকে উদ্বোধনে পরিচারকের কাজ দেন। বাৎসল্য-রসরসিকা মায়ের স্নেহাচ্ছাদে বেশ সুখে আনন্দে দিন কাটে তাঁর। হঠাৎ খবর আসে, তাঁর ভদ্রাসন কীর্তিনাশা গ্রাস করেছে। ভাবনার প্লাবনে বিধ্বস্ত হয় চন্দ্রমোহনের অন্তর। সম্মুখে ধু-ধু নিরাশার সাহারা। এখন উপায়? ‘শুভহেতুরীশ্বরী’ শ্রীশ্রীমার শ্রুতিগোচর হয় সে-বার্তা।

ব্যথায় ব্যথান্বিতা তিনি। সবার অগোচরে চন্দ্রমোহনকে তিনশ টাকা দিয়ে বলেন—দেশে গিয়ে এই নিয়ে ঘর মেরামত করে ফিরে এসো। এই পরম পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন চন্দ্রমোহন। সেই টাকায় ঘর মেরামত করে তৃপ্তির সুধাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তিনি উদ্বোধনে মায়ের স্নেহছায়ায় ফিরে আসেন।

* * * * *

কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক চক্রে পড়ে খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ জ্ঞানে আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হন। কয়েকজন ভক্ত তাঁর সেই বক্ষবেদনার কথা মাকে জানান। স্নেহময়ী মা পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষার ব্যবস্থা দেন। দেবেন মস্তকমুণ্ডনের পর প্রায়শ্চিত্ত করে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পান। দেবেনবাবুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বামী অভেদানন্দের সুললিত শ্লোক—

“কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ী নমোঽস্তুতে।।”

* * * * *

অনুশীলন সমিতির সদস্য প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত কিছুদিন উদ্বোধনে মায়ের স্নেহপক্ষপুটে কাটান। হঠাৎ পুলিস তাঁর সন্ধান পায়। প্রিয়নাথ তখন বাধ্য হয়ে উদ্বোধন ত্যাগ করেন। যাত্রাকালে অভয়া অভয় দিয়ে বলেন ঃ “ভয় করো না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন।” মায়ের সে-বাণী সফল হয়। প্রিয়নাথ পরে আবার উদ্বোধনে ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পেয়ে সন্ন্যাস নাম পান—‘স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ’।

মঙ্গলময়ী মায়ের লীলাকথা আমাদের বর্ণনার সাধ্য কোথায়! তাই কবিতা-কলিতে অঞ্জলি দিয়ে বক্তব্য শেষ করি—

“সারাটি জীবন লোককল্যাণে থেকেছ মা তুমি লিপ্ত;
তব করুণায় কত ম্লানমুখ পলকে হয়েছে দীপ্ত।
পদকোকনদে পড়ি মাগো পুটে
বিন্দু মধু দাও চক্ষুপুটে
শুভঙ্করি, তব চরণামৃতে হোক তৃষিত এ প্রাণ তৃপ্ত।” ❑

তথ্যসংগ্রহ ঃ (১) শ্রীশ্রী সারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (২) শতরূপে সারদা—সম্পাদক ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বিবেকানন্দ সোসাইটি

১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬, ফোন ঃ ৩৫০-৮৩৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর লোকমাতা নিবেদিতার উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ২৩ আগস্ট ১৯০২ সালে কলকাতায় **বিবেকানন্দ সোসাইটি** প্রতিষ্ঠিত হয় স্টার থিয়েটারে আহুত এক জনসভায়। এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে বিবেকানন্দ সোসাইটির তদানীন্তন কর্মীরা সঞ্জীবিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। সেই পুণ্য প্রতিষ্ঠানটি শতবর্ষপূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আগামী বছরে বৎসরব্যাপী শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হবে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সোসাইটির সকল সদস্য ও শুভার্থীর আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আপনাদের যথাসাধ্য আর্থিক অনুদান **‘The Vivekananda Society’** নামাঙ্কিত A/c Payee চেকের মাধ্যমে সোসাইটির ঠিকানায় পাঠাবেন।

সহৃদয় জনসাধারণ, বিবেকানন্দ-অনুরাগী ও সোসাইটির সকল সদস্যকে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করি।

স্বামী নির্জরানন্দ
সভাপতি

বিশ্বনাথ দত্ত
সম্পাদক